দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 MAY 1987

পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ...

৩৭ (১৩৫)১২৪

7

ভুয়া শিক্ষকের নামে টাকা আত্মসাতের তদন্ত হচ্ছে না

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

বরিশাল, ১৫ই মে।—বাখরগঞ্জ উপজেলার রূপারপোর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ভুয়া শিক্ষকদের নামে মোটা অংকের শিক্ষক ভাতা ও অন্যান্য মঞ্জুরী আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

১৯৭২ সালের পর এই বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির কোন নির্বাচন হয়নি। নামকা ওয়াস্তে একটি এডহক কমিটি স্কুল পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে।

বিদ্যালয়ের খাতাপত্রের হিসেবে ১১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা, ১ জন কেরানী ও ১ জন দফতরি দেখানো হলেও বিদ্যালয়ে কোনো কেরানী ও দফতরিই নেই। আর শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই ভুয়া। আবার কেউ কেউ অন্যত্র চাকরিরত।

কথিত শিক্ষক কাওসার আলম নলছিটি উপজেলার হদুয়া পীর সাহেবের বাড়ির মাদ্রাসায় চাকরি করেন। অপর কথিত শিক্ষক শাহ আলম ঝালকাঠি জেলার টাইটার উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। অথচ তাদের নামে দীর্ঘকাল ধরে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ভাতা তুলে নেয়া হচ্ছে। বিদ্যালয়ের ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে একজনও ছাত্রছাত্রী নেই। কিন্তু ভুয়া রেজিস্টার রেখে তাই পেশ করা হচ্ছে।

ডিডিপিআই থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সমীপে বার বার অভিযোগ করেও প্রতিকার হচ্ছে না বলে স্থানীয় দায়িত্বশীল মহল জানিয়েছে।